কোচবিহারঃ স্বপ্ন, সংগ্রাম ও সঙ্কল্প

কোচবিহারঃ স্বপ্ন, সংগ্রাম ও সঙ্কল্প

নিশীথ প্রামাণিক
প্রাক্তন গৃহ রাজ্যমন্ত্রী

ব ই ব ন্ধু

Coochbehar— Swapna, Sangram O Sankalpa
by Nisith Pramanik
Published by **Boibondhu Publications Private Limited**
26/2 Surya Sen Street, Kolkata 700009

© Nisith Pramanik

ISBN 978-81-977763-1-1

প্রচ্ছদ : সৌরভ মিত্র
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২৪

প্রকাশক
বইবন্ধু পাবলিকেশনস প্রাঃ লিঃ
২৬/২ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
আলাপন ৮৬১৭৩৮১০৯৫
www.boibondhupub.com

মুদ্রক
মুদ্রণ এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা ৭০০০৫৪

মূল্য : ₹ ৫০১ / Price : $ 12

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রাককথন

রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে থাকা ব্যক্তিগণ স্বভাবত রাজনৈতিক কার্যকলাপেই ব্যস্ত থাকবেন, এটাই আমাদের সকলের ধারণা থাকে। তারই মধ্যে কিছু মহান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এসেছেন যারা রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থেকেও সাহিত্য জগতে বা অন্য কোনভাবে নতুন কিছু করেছেন। লেখক নিশীথ প্রামাণিকের লেখা "কোচবিহার- স্বপ্ন, সঙ্কল্প ও সংগ্রাম"-এর পান্ডুলিপি পড়তে গিয়ে আমারও প্রথম অভিব্যক্তি বেশ অবাক হওয়ার মতোই ছিল। একজন রাজনীতিবিদ তার নিজ ভূমির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকলে তবেই এমন সার্বিক চিত্রায়ন সম্ভব, তার চেয়েও চমকপ্রদ হলো সাবলীলভাবে সেই চিত্রকে জনসমক্ষে তুলে ধরা। পুস্তকটি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিশেষ স্মৃতি হিসাবে বিবেচিত হবে বলেই পূর্ণরূপে বিশ্বাস রাখি।

কোচবিহার, বাংলার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, যেখানে প্রতিটি মাটি ও ধূলিকণা যেন এক একটি ইতিহাসের নিদর্শন। রাজা-মহারাজাদের যুগ থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতের অংশ হওয়া পর্যন্ত, কোচবিহার তার বিশেষ ঐতিহ্য ও গৌরবময় ইতিহাসের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এই বইটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো, এই ঐতিহ্যবাহী স্থানের প্রতিটি স্তরকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরা, যাতে তারা কোচবিহারের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে পারেন। বইটির পান্ডুলিপি পড়ার সময় লেখকের এই প্রচেষ্টাকে সার্থক বলে মনে হয়েছে।

কোচবিহারের ইতিহাস শুধু স্থানীয় জনগণের জন্য নয়, সমগ্র ভারতের জন্যও এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রাজা-মহারাজাদের শাসনকাল, ব্রিটিশ শাসন, এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের অংশ হওয়া—প্রতিটি সময়ের বিভিন্ন পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা ও তার প্রভাব নিয়ে এই বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের দেশের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশকে লেখক এক নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

এই বইয়ের আরেকটি প্রধান দিক হলো কোচবিহারের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রথা। এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান, এবং প্রথা ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতীক। কোচবিহারের মানুষের এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছে, যা তাদের জীবন সংগ্রাম ও স্বপ্নের প্রতিফলন। বইটি খুব সফলভাবে এতো প্রাচীন ও বহমান এক সংস্কৃতিকে সারা দেশের সামনে তুলে ধরতে পেরেছে।

কোচবিহারের অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা নিয়েও এই বইয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভর করে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা কিভাবে গড়ে উঠেছে এবং অর্থনৈতিক প্রতিকূলতাগুলি কীভাবে তাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে, সেসবও তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষত, যুব সমাজের বেকারত্ব, শিক্ষার মানের অভাব, এবং আধুনিক যুগের প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে বিশদ আলোচনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

এই বইয়ে কোচবিহারের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিকগুলিও সময়ের বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। অতীত ও বর্তমান রাজ্য সরকারের ভূমিকা, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রভাব, এবং বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলাফলগুলি নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান রাজ্য সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির অভাব ও তার ফলশ্রুতি এবং বিজেপির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। লেখকের গভীর বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং সোনালী ভবিষ্যৎ

নির্মাণের সঙ্কল্প ভীষণই আকর্ষণীয়।

কোচবিহারের আরেকটি গুরুতর সমস্যা হলো অনুপ্রবেশ ও রোহিঙ্গা সংকট। এই সমস্যাটি শুধু কোচবিহারের নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুপ্রবেশের কারণে জনসংখ্যার পরিবর্তন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, এবং নিরাপত্তা উদ্বেগগুলি নিয়ে গভীর আলোচনা করা হয়েছে। এই সমস্যার সমাধানে সরকারি নীতি ও প্রতিক্রিয়া, এবং আমাদের করণীয় দিকগুলি বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

যুব সমাজ আমাদের ভবিষ্যৎ। এই বইয়ে যুব সমাজের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে একটি বিশেষ অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষার মান, বেকারত্ব, চাকরির অভাব, এবং যুবকদের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নগুলি নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। উন্নত ভারতের জন্য যুব সমাজের ভূমিকা, এবং আগামীর ভিশন কিভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে, সেই বিষয়গুলিও তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ে যুব সমাজের প্রতি দেওয়া বার্তা ভীষণভাবেই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে বোধ হয়েছে।

সার্বিকভাবে এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায় কোচবিহারের এক একটি বিশেষ দিক নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেছে। ইতিহাস, সংস্কৃতি, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমস্যা ও সম্ভাবনা—সবকিছুকে একত্রিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছে, যা পাঠকদের মন জয় করবে। আগামী দিনে কোচবিহারকে চেনার জন্য "কোচবিহার— স্বপ্ন, সঙ্কল্প ও সংগ্রাম" বইটি অবশ্য পাঠ্য হয়ে উঠবে।

আশা করি, এই বইটি পাঠকদের কোচবিহারের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে পরিচিত করবে এবং তাদেরকে রাজবংশী সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করতে উৎসাহিত করবে। কোচবিহার শুধু একটি ভূখণ্ড নয়, এটি আমাদের দেশের একটি অমূল্য সম্পদ, যার প্রতিটি মাটি ও ধূলিকণায় লুকিয়ে আছে এক একটি গল্প, এক একটি ইতিহাস। লেখক নিশীথ প্রামাণিক সাবলীল ভঙ্গিমায় সেই ইতিহাসকে বর্তমান

প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন। এমন এক অপূর্ব পুস্তক রচনার জন্য লেখক সাধুবাদ ও অভিনন্দন যোগ্য। তার অপরিসীম পরিশ্রম সর্ব স্তরের পাঠকের হাতে পৌঁছে যাক এই শুভ কামনা রইলো।

সকল স্তরের পাঠকদের প্রতি আমার অনুরোধ রইল—এই বইটি পড়ুন এবং কোচবিহারের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও বর্তমান সমস্যাগুলিকে বুঝতে ও অনুভব করতে সচেষ্ট হোন।

ডঃ রতন ঘোষ
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক, কবি, চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ

বিষয়সূচী

ভূমিকা ১৩

আমার রাজনৈতিক দিনলিপি ১৭

বিশ্বনেতার সান্নিধ্য কথা ২০

মোদী ম্যাজিকের সাক্ষী হওয়া..২১

নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর স্বপ্নের ভারত ২৪

নেতৃত্বের ব্যক্তিগত দিক ২৬

আধুনিক ভারতের লৌহমানব: শ্রী অমিত শাহ................................ ২৮

কোচবিহার জেলা: একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়.......................................৩১

কোচবিহার ও রাজবংশী সম্প্রদায়: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
ও সাংস্কৃতিক পরিচয়................ ৩৫

প্রথম অধ্যায়: কোচবিহারের ইতিবৃত্ত.......................................৪০

১.১ প্রাচীন কোচবিহারের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ..৪০

১.২ কোচবিহার রাজ্যের উত্থানের ইতিহাস.. ৪৩

১.৩ কোচবিহার ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ববর্গ................................ ৬০

১.৪ কোচ জাতির জাতীয় পরিচয় এবং বিবর্তন ৭৫

দ্বিতীয় অধ্যায়: ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি...৭৭

২.১ কোচবিহারের খাদ্যপদ ৭৭

২.২ উৎসব ও আচার অনুষ্ঠান..৮১

২.৩ লোকশিল্প ও সঙ্গীত ৯১
২.৪ প্রথাগত কারুশিল্প ও পেশা ৯২

তৃতীয় অধ্যায় : অর্থনীতি ও উন্নয়নের ইতিকথা ১০৫
৩.১ প্রাচীনকালে কোচবিহারের অর্থনৈতিক বিকাশ..... ১০৫
৩.২ মধ্যযুগে কোচবিহারের অর্থনৈতিক বিকাশ..... ১০৮
৩.২.১ নারায়ণী মুদ্রার ইতিহাস.....১১২
৩.২.২ মোগল ও ব্রিটিশ শাসনামলে অর্থনৈতিক পরিবর্তন.....১১৪
৩.৩ স্বাধীনতা উত্তর যুগে কোচবিহারের অর্থনৈতিক বিকাশ.....১১৮
৩.৪ কৃষি, স্থানীয় শিল্প ও পরিকাঠামো ১২৪
৩.৪.১ কোচবিহারের কৃষি, শিল্প ও পরিকাঠামোগত সমস্যা.....১২৭
৩.৪.২ বামফ্রন্টের আমলে কোচবিহারের অর্থনৈতিক সর্বনাশ..... ১২৮
৩.৪.৩ বর্তমান তৃণমূল সরকারের অধীনে
কোচবিহারের অর্থনৈতিক সর্বনাশ.....১৩২
৩.৪.৪ কেন্দ্রীয় সরকারী যোজনার দ্বারা
অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা ১৩৬
৩.৪.৫ কেন্দ্রীয় তহবিলের অপব্যবহার ও প্রতিকার ১৩৮

চতুর্থ অধ্যায় : রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থা.....১৪০
৪.১ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষাপট এবং কংগ্রেস শাসন ১৪০
৪.২ নকশাল আন্দোলনের প্রভাব.....১৪০
৪.৩ বামফ্রন্টের উত্থান এবং শাসনকাল (১৯৭৭-২০১১).....১৪২
৪.৪ ২০১১ সালের পরিবর্তন : তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান.....১৪৩
৪.৫ রাজনৈতিক খুন এবং সহিংসতা.....১৪৪
৪.৬ ২০২১ সালের নির্বাচন এবং পরবর্তী ঘটনা ১৪৪
৪.৭ বর্তমান পরিস্থিতি (২০২৪ পর্যন্ত).....১৪৫
৪.৮ রাজনৈতিক হিংসা, অস্থিরতা এবং উত্তরণের পথ.....১৪৬
৪.৯ একজন সাংসদ সদস্য হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা ১৫৩
৪.১০ কোচবিহার— সমাজের বিভিন্ন দিক ও প্রতিকূলতা সমূহ..... ১৫৮

পঞ্চম অধ্যায়: কোচবিহারের ভবিষ্যৎ ও আমার দৃষ্টিকোণ..... ১৬৩
৫.১ সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ১৬৫
৫.২ স্বাস্থ্যসেবায় উন্নয়ন ১৬৫
৫.৩ শিক্ষার উন্নয়ন ১৬৬
৫.৪ পরিকাঠামো উন্নয়ন..... ১৬৬
৫.৫ শিল্প ও বাণিজ্য ১৬৭
৫.৬ অর্থনৈতিক উন্নয়ন..... ১৬৮
৫.৭ সামাজিক সম্প্রীতি ১৬৮
৫.৮ আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ..... ১৬৯
৫.৯ জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রসেবার ভাব..... ১৬৯
৫.১০ কোচবিহারের উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনা ১৬৯
৫.১১ কোচবিহারের সামাজিক কল্যাণ ও
স্থানীয় সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন..... ১৮০
৫.১২ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও হিংসার অবসান.....১৮৪

ষষ্ঠ অধ্যায়: রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ও জনবিন্যাস পরিবর্তনের সঙ্কট..... ১৮৫
৬.১ অনুপ্রবেশ— রাজনীতির নোংরা খেলা ১৮৫
৬.২ উত্তরবঙ্গের সঙ্কট— এক নতুন কাশ্মীরের ভয় ১৯০
৬.৩ অনুপ্রবেশ ও রোহিঙ্গা মুসলিম সঙ্কট.....১৯২
৬.৪ কোচবিহার ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ..... ১৯৫

সপ্তম অধ্যায়: বিজেপির দৃষ্টিকোণ— কোচবিহার ও ভারত ২০১
৭.১ কোচবিহারের জন্য বিজেপির নীতি ও ভিশন ২০২
৭.২ প্রধান উদ্যোগ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা..... ২০৪

**অষ্টম অধ্যায়: আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরাপত্তা—
কোচবিহারের গুরুত্ব..... ২১১**
৮.১ জাতীয় নিরাপত্তার জন্য কোচবিহারের কৌশলগত গুরুত্ব..... ২১১
৮.২ ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমান্তবর্তী সংযোগ.....২১২

৮.৩ সামরিক কৌশলগত গুরুত্ব.....২১৩
৮.৪ রোহিঙ্গা সঙ্কট এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি.....২১৩
৮.৫ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব.....২১৩
৮.৬ সমন্বিত নিরাপত্তা কৌশল.....২১৩

নবম অধ্যায়: যুব সমাজ— সমস্যা, সম্ভাবনা ও সমাধান.....২১৫
৯.১ রাষ্ট্র নির্মাণে যুব সমাজের গুরুত্ব..... ২১৬
৯.২ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও যুব সমাজের সমস্যা..... ২১৮
৯.৩ বেকারত্ব ও জীবিকার অভাব..... ২২০
৯.৪ যুব সমাজের আকাঙ্খা ও স্বপ্ন..... ২২২
৯.৫ উন্নত ভারতের জন্য যুব সমাজের ভূমিকা..... ২২৪
৯.৬ আমার স্বপ্ন: যুব সমাজের জন্য..... ২২৭
৯.৭ যুব সমাজের প্রতি আমার বার্তা..... ২৩৪

দশম অধ্যায়: তিলোত্তমার কান্না ও প্রতিকার.....২৩৮
১০.১ নারী অসুরক্ষা ও বর্তমান বাংলা..... ২৩৯
১০.২ শতেক তিলোত্তমা কোচবিহারেও..... ২৪৫

তিলোত্তমার স্মরণে— নিশীথ প্রামাণিক..... ২৪৯
খোলা চিঠি.....২৫১

ভূমিকা

যান্ত্রিক সভ্যতার অযান্ত্রিক নিয়ন্ত্রক মানুষের জীবন বহু আঙ্গিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। কোনটি অপরটির চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ে চর্চা করা বোধহয় অনর্থক আলাপ হবে। জীবনের প্রতিটি আঙ্গিকই একইরকম গুরুত্বপূর্ণ। তারই মধ্যে পেশাগত জীবন এক অনন্য অধ্যায় হয়ে থাকে আমাদের কাছে। পেশা বাছার ক্ষেত্রে কখনোবা আমাদের পছন্দ গুরুত্ব পাই, কখনো পাইনা। এক পেশা নিয়ে জীবন শুরু করে আরেক পেশায় যুক্ত হয়ে যাওয়াও খুব বিরল বিষয় নয়। সেরা সংযোগ তখন হয় যখন আমরা বুঝতে পারি আমাদের জন্য কোন পথটি শ্রেষ্ঠ হবে এবং সেই পথে চলার সঙ্কল্প নিয়ে আমরা পথে নেমে পড়ি।

কোচবিহারের দিনহাটা জনপদের ভেটাগুড়ি নামক অখ্যাত গ্রামে জন্ম নিয়ে পেশাগত জীবন হিসাবে শিক্ষকতাকে বেছে নিলেও, সেটা যে আমার পথ নয় সেই উপলব্ধি অচিরেই আসে। রাজনীতির মাধ্যমে নিজের সেরাটি দেওয়ার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে নেমে পড়েছিলাম যে অসমযুদ্ধে, সেই রণক্ষেত্রে যেমন পেয়েছি অনেককিছু, তেমনভাবে হারিয়েছিও অনেককিছু।

প্রাপ্তির ভাঁড়ারে যা কিছু এসেছে তার মধ্যে সেরা প্রাপ্তি অবশ্যই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ, ভারত গণরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য। এতোবড় এক দেশ যার চতুর্পার্শ্ব শত্রুমিত্র দেশ ঘিরে রেখেছে এবং ৭২৫ রকমের ডায়লেক্টে কথা বলা ১৪০ কোটি জনতার অসংখ্য চাওয়া-পাওয়া, আভ্যন্তরীণ সুরক্ষা বজায় রাখার দায়িত্ব যে মন্ত্রকের, তার দায়ভার যে ভীষণ প্রবল সেটি বলাই বাহুল্য। বিগত পাঁচ বছর একদিকে যেমন স্বপ্নের মতো কেটেছে তেমনই ব্যস্ততাময়। দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সেনাপতির নেতৃত্বে ছুটে বেড়ানোর ফাঁকে নিজের জন্য, আত্মচিন্তনের জন্য সময়ের অবকাশ ছিলনা। রামায়ণে ভগবান

শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ভাই লক্ষ্মণকে বলেছিলেন "অপি স্বর্ণময়ী লঙ্কা ন মে লক্ষ্মণ রোচতে। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।।" সত্যিই নিজ জন্মভূমির কোন তুলনা হয়না। তিনি আমাদের সনাতনী জননী, আমাদের ইতিহাস, বর্তমান ও ভবিষ্যতের আধার। জননী আমার যতই দুঃখিনী হোন তবুও তিনি তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে লালনপালন করেন আমাদের। কোচবিহারের পবিত্র সেই ভূমিই আমার জননী আমার জন্মভূমি। মা আমার চির উপেক্ষিতা, দুঃখিনী থেকেছেন তবুও তাঁর দেওয়া মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ই আমাদের চির আশ্রয় হয়ে থেকেছে।

শৈশবকাল থেকেই বই পড়া ভীষণ পছন্দের বিষয় ছিল। চাঁদমামা, আনন্দমেলা, পান্ডব গোয়েন্দা, ফেলুদা, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দোপাধ্যায়, সুকুমার রায় ইত্যাদি সাহিত্যিকদের বই পড়েই জানার পরিধির কমবেশী বিস্তার ঘটেছে। আজও ফ্লাইট বা ট্রেনে যাত্রাপথে ফাঁক পেলেই কিছু পড়ার চেষ্টা করি।

স্বপ্ন দেখা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। কেউ স্বপ্ন দেখে আর কেউ স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য বাঁচে। আমার জননী কোচবিহারকে নিয়েও তেমনই আজন্মলালিত স্বপ্ন ও সঙ্কল্প কলমের কালি দিয়ে আপনাদের মাঝে তুলে ধরার ইচ্ছা দীর্ঘদিনের। সময়ের অভাবে সেই কাজে বিলম্ব হলেও শেষ পর্যন্ত এই কাজ যে করতে পারলাম সেটি আমার জীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তির তালিকায় থাকবে।

আমি প্রতিষ্ঠিত লেখক নই, শুধুই আপনাদের ঘরের সামান্য সন্তান এবং পেশাগতভাবে আপনাদের সেবক মাত্র। পান্ডিত্যবর্জিত এই পুস্তকে সেটুকুই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যা আমার উপলব্ধি হয়েছে আপনাদের কাছ থেকে। যদি আমার এই লিখনে আপনারা নিজেদের মনের অলিন্দে থাকা অনুভূতি গুলির স্পর্শ পান তবে সেটিই আমার কাছে পরম প্রাপ্তি স্বরূপ। নিজের পরিশ্রম তখনই সফল বলে মনে করবো যখন আমাদের স্বপ্নের কোচবিহার ও ভারতবর্ষ আমরা নির্মাণ করতে পারবো। ততদিন পর্যন্ত আপনার, আমার মিলিত "স্বপ্ন, সংগ্রাম ও সঙ্কল্প"-এর বিরাম নাই।

পরিশেষে আমি সেই সকল মহানুভবদের অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানায় যারা এই গ্রন্থ রচনায় আমার অনুপ্রেরণার উৎস। কোচবিহার জেলার সন্তান, বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, ঐতিহাসিক ও সমাজসেবী শ্রী দেবজ্যোতি

চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং প্রকাশক বইবন্ধু পাবলিকেশনস প্রাঃ লিঃ-এর প্রতি চির কৃতজ্ঞতা থাকবে এই যাত্রাপথে আমাকে পথ প্রদর্শন করানোর জন্য। আমার মাতৃদেবী ও ভগিনীসহ আমার সকল পরিবার, বন্ধুস্বজন এবং সমগ্র কোচবিহারবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা আমার প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখার জন্য। চলুন দেখার চেষ্টা করি নিশীথ প্রামাণিকের কোচবিহার ও তার "স্বপ্ন, সংগ্রাম ও সঙ্কল্প"-এর অভিঘাত পাতায় পাতায়।

বিনীত,
শুধুই আপনাদের—

নিশীথ প্রামাণিক